ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥ ২।২।৩৩
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ ২।২।৩৬

শ্রীপাদ শুকমুনি পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন—হে রাজন্! যে জন এই সংসার-সাগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংসার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তপস্যা অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনেক সাধনই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইটিই সর্ব্বপ্রকারে সুখময় ও সমীচীন পন্থা। সেই পন্থাটি কি, তাহাই বলিতেছেন—যে সাধনটি অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে প্রেমলক্ষণা ভক্তিযোগ আবির্ভূ'তা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সুখরূপ নির্ব্বিঘ্ন পন্থা আর নাই। এই হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটি শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে বেদের মুখ্য অভিধেয়, তাহাই প্রতিপাদন করতঃ বলিতেছেন—হে রাজন্! অতএব, সর্ব্বভাবে "সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা" ভগবান শ্রীহরির কথা শ্রবণ করা কীর্ত্তন করা ও স্মরণ করাই মানবমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্লোকটিতে "সদা" ও "সর্ব্বত্র" পদ যোজিত করিয়া শ্রীহরিভক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

শ্লোকস্থ "ভগবান্ নৃণাম্" এই "নৃ" পদের—

ইতি নৃপতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং।
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥

১০।৮৭।২০ শ্লোকোক্ত প্রমাণানুসারে জীবমাত্র অর্থই বুঝিতে হইবে। যেহেতু কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের মত ভক্তিমার্গে অধিকারিগত কোন বিচার নাই, জীবমাত্রই শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতে সমান অধিকারী। শ্রীভগবান্ জীবমাত্রেরই সেব্য প্রভু এবং জীবমাত্রই শ্রীভগবানের নিত্যসেবক।

এই সকল ব্যাখ্যায় এই উদ্দেশ্যই প্রকাশ করা হইল যে, যেটি কর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত সেইটি, মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস-লক্ষণ ত্যাগমার্গ আশ্রয় না করিবে এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ উপযোগী দেহপ্রাপ্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়; তৎপরে কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া থাকে। আবার যোগ-সাধনটিও যতদিন সিদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই অনুষ্ঠান করিতে হয়; সিদ্ধিপ্রাপ্তির পর যোগ অনুষ্ঠান নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আবার আত্মার অনাত্মবিবেক ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্তই তাহা অনুষ্ঠান করিতে হয়; আত্মজ্ঞান লাভের